

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, যিনি পরবর্তীতে সারা বিশ্বে মহাত্মা গান্ধি নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন, ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের একটি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। তার শৈশব কেটেছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সহিষ্ণুতার পরিবেশে। তিনি রাজকোটে স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পরে ১৮৮৭ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। লন্ডনে তিনি আইনবিদ্যা অধ্যয়ন করেন কিন্তু আইনজীবী হিসেবে সেরকমভাবে সফল হতে পারেননি।

১৮৯৩ সালে গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনজীবী হিসেবে কাজ করার জন্য যান। সেখানে তিনি ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যের মুখোমুখি হন এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করেন। তিনি ১৯০৬ সালে সত্যগ্রহ নামক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। সত্যগ্রহের সাফল্যের পর গান্ধিজি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তাকে ভারতীয়দের নেতা হিসেবে দেখা হয়।

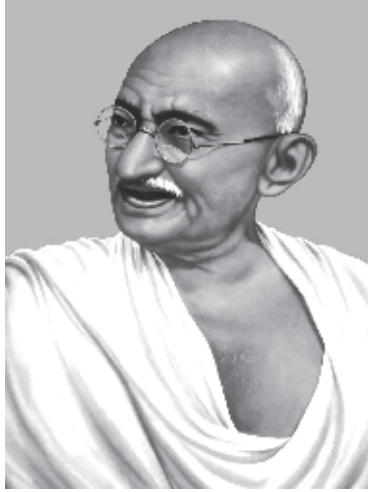
১৯১৫ সালে গান্ধি ভারতে ফিরে আসেন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করা। এই আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং যা ব্রিটিশ সরকারকে প্রায় হারের মুখোমুখি নিয়ে গিয়েছিল।

আত্মকথা

মহাত্মা গান্ধি

সরলীকরণ ও সম্পাদনা

রহীম শাহ ও দেবশীষ দেব



বানালপ্রকাশ
BANALAPRAKASH



সূচি

উদ্ধাসিত আত্মকথা ১১

যেভাবে শুরু করি ১৫

প্রথম ভাগ

১. জন্ম ও বংশ পরিচয় ২১; ২. বাল্যকাল ২৪; ৩. বাল্যবিয়ে ২৬; ৪. স্বামিত্ব ২৯; ৫. হাইস্কুল ৩২; ৬. দুঃখের ঘটনা-(এক) ৩৬; ৭. দুঃখের ঘটনা-(দুই) ৩৯; ৮. চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত ৪১; ৯. পিতার মৃত্যু ও আমার দ্বিগুণ লজ্জা ৪৪; ১০. ধর্মদর্শন ৪৬; ১১. বিলেত যাত্রার উদ্যোগ ৪৯; ১২. জাতিচ্যুত ৫৩; ১৩. অবশেষে বিলেতে ৫৫; ১৪. আমার পছন্দ ৫৮; ১৫. ইংরেজ ভদ্রলোকের ভূমিকায় ৬১; ১৬. পরিবর্তন ৬৪; ১৭. খাবার-দাবার পরীক্ষা ৬৬; ১৮. লাজুক স্বভাব-আমার ঢাল ৭০; ১৯. অসত্যরূপী গরল ৭৩; ২০. ধর্মের সঙ্গে পরিচয় ৭৬; ২১. 'নির্বল কে বল রাম' ৭৯; ২২. নারায়ণ হেমচন্দ্র ৮১; ২৩. বিরাট প্রদর্শনী ৮৪; ২৪. ব্যারিস্টার তো হলাম, তারপর? ৮৬; ২৫. আমার সহায়হীনতা ৮৮।

দ্বিতীয় ভাগ

১. রায়চন্দ্র ভাই ৯১; ২. সংসার-প্রবেশ ৯৩; ৩. প্রথম মোকদ্দমা ৯৬; ৪. প্রথম আঘাত ৯৯; ৫. দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রস্তুত ১০১; ৬. নাতাল পৌঁছি ১০৩; ৭. অভিজ্ঞতার নমুনা ১০৬; ৮. প্রিটোরিয়ার পথে ১০৯; ৯. আরও দুর্ভোগ ১১২; ১০. প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন ১১৭; ১১. খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্বন্ধ ১২০; ১২. ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় ১২৩; ১৩. কুলিবৃত্তির অভিজ্ঞতা ১২৫; ১৪. মামলা তৈরি ১২৭; ১৫. ধর্মোচ্ছ্বাস ১৩০; ১৬. কে জানে কাল কী হবে ১৩৩; ১৭. নাতালে থেকে গেলাম ১৩৫; ১৮. কালোর বাধা ১৩৮; ১৯. নাতাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস ১৪১; ২০. বালাসুন্দরম ১৪৪; ২১. তিন পাউন্ড কর ১৪৬; ২২. ধর্ম নিরীক্ষণ ১৪৮; ২৩. গৃহস্বামী ১৫১; ২৪. দেশাভিমুখে ১৫৩; ২৫. ভারতবর্ষে ১৫৬; ২৬. রাজভক্তি ও শুর্শ্বা ১৫৮; ২৭. বোম্বাইয়ে সভা ১৬১; ২৮. পুণায় ১৬৪; ২৯. শিগগিরি ফিরে আসুন ১৬৬।

তৃতীয় ভাগ

১. তরঙ্গ গর্জন ১৬৯; ২. তুফান ১৭২; ৩. পরীক্ষা ১৭৪; ৪. শান্তি ১৭৮; ৫. বালকদের শিক্ষা ১৮১; ৬. সেবাবৃত্তি ১৮৪; ৭. ব্রহ্মচর্য-১ ১৮৭; ৮. ব্রহ্মচর্য-২ ১৮৯; ৯. সরল জীবনযাত্রা ১৯২; ১০. বুয়ার যুদ্ধ ১৯৪; ১১. শহর সাফাই ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা ১৯৭; ১২. দেশে প্রত্যাবর্তন ১৯৮; ১৩. দেশে ২০১; ১৪. কেরানি ও বেয়ারা ২০৩; ১৫. কংগ্রেসে ২০৫; ১৬. লর্ড কার্জনের দরবার ২০৬; ১৭. গোখলের সঙ্গে একমাস-১ ২০৮; ১৮. গোখলের সঙ্গে একমাস-২ ২১০; ১৯. গোখলের সঙ্গে একমাস-৩ ২১২; ২০. কাশিতে ২১৫; ২১. বোম্বাইয়ে বসলাম ২১৮; ২২. ধর্ম-সংকট ২২০; ২৩. দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে এসো ২২২।

চতুর্থ ভাগ

১. বিপুল শ্রম কি পণ্ড হলো ২২৫; ২. এশিয়ার আমদানি আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা ২২৭; ৩. তেতো ঢোক গেলা ২২৯; ৪. ক্রমবর্ধমান ত্যাগ-বৃত্তি ২৩১; ৫. আত্ম-নিরীক্ষণের পরিণাম ২৩৩; ৬. নিরামিষ খাওয়ার জন্য ত্যাগ ২৩৫; ৭. মাটি ও জলপ্রয়োগ চিকিৎসা ২৩৭; ৮. সাবধানতা ২৩৯; ৯. শক্তিমানের সম্মুখীন ২৪১; ১০. পৃণ্যস্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত ২৪৩; ১১. ইংরেজদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ২৪৫; ১২. ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় ২৪৮; ১৩. ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন ২৫১; ১৪. 'কুলি লোকেশন' বা অস্পৃশ্য বৃত্তি ২৫৪; ১৫. মড়ক-১ ২৫৬; ১৬. মড়ক-২ ২৫৮; ১৭. 'লোকেশন' ভস্মীভূত ২৬১; ১৮. পুস্তকের জাদুমন্ত্র ২৬৩; ১৯. ফিনিক্স আশ্রমস্থাপনা ২৬৫; ২০. প্রথম রাত ২৬৬; ২১. পোলক বাঁপ দিলেন ২৬৮; ২২. 'রাম যারে রাখে' ২৭১; ২৩. গৃহস্থালিতে পরিবর্তন ও শিশুশিক্ষা ২৭৪; ২৪. জুলু বিদ্রোহ ২৭৭; ২৫. হৃদয় মছন ২৭৯; ২৬. সত্যগ্রহের জন্ম ২৮১; ২৭. আহারে অধিকতর পরীক্ষা ২৮২; ২৮. পল্লীর দৃঢ়তা ২৮৪; ২৯. ঘরোয়া সত্যগ্রহ ২৮৭; ৩০. সংযমের দিকে ২৮৯; ৩১. উপবাস ২৯০; ৩২. শিক্ষক রূপে ২৯২; ৩৩. অক্ষর শিক্ষা ২৯৪; ৩৪. আত্মিক শিক্ষা ২৯৭; ৩৫. ভালো-মন্দের মিশ্রণ ২৯৯; ৩৬. প্রায়শ্চিত্তরূপ উপবাস ৩০০; ৩৭. গোখলের সঙ্গে দেখা করতে ৩০২; ৩৮. যুদ্ধে যোগদান ৩০৩; ৩৯. ধর্মে উভয়-সংকট ৩০৫; ৪০. ছোটোখাটো সত্যগ্রহ ৩০৭; ৪১. গোখলের উদারতা ৩১০; ৪২. রোগের কী করা যায়? ৩১৩; ৪৩. দেশের পথে ৩১৪; ৪৪. ওকালতির স্মৃতি ৩১৫; ৪৫. চালাকি ৩১৮; ৪৬. মক্কেল সঙ্গী হলেন ৩১৯; ৪৭. মক্কেল জেলে গেল না ৩২১।

পঞ্চম ভাগ

১. প্রথম অভিজ্ঞতা ৩২৫; ২. গোখলের সঙ্গে পুণায় ৩২৭; ৩. ধমক নাকি? ৩২৮; ৪. শান্তিনিকেতনে ৩৩১; ৫. তৃতীয় শ্রেণির বিড়ম্বনা ৩৩৪; ৬. আমার প্রযত্ন ৩৩৫; ৭. কুম্ভ ৩৩৭; ৮. লছমন বোলা ৩৪০; ৯. আশ্রম-স্থাপনা ৩৪৩; ১০. কষ্টিপাথরে পরীক্ষা ৩৪৪; ১১. এগ্রিমেন্ট প্রথার অবসান ৩৪৭; ১২. নীলের দাগ ৩৫০; ১৩. বিহারি সরলতা ৩৫২; ১৪. অহিংস সংগ্রামের মুখোমুখি ৩৫৫; ১৫. মোকদ্দমা তুলে নেওয়া ৩৫৮; ১৬. কাজপদ্ধতি ৩৬০; ১৭. সঙ্গীরা ৩৬২; ১৮. গ্রামে প্রবেশ ৩৬৫; ১৯. উজ্জ্বল দিক ৩৬৬; ২০. শ্রমিকদের সংস্পর্শে ৩৬৮; ২১. আশ্রমে ক্ষণিক দর্শন ৩৭০; ২২. অনশন ৩৭১; ২৩. খেড়ায় সত্যগ্রহ ৩৭৪; ২৪. পৈয়াজ চোর ৩৭৫; ২৫. খেড়াসত্যগ্রহ শেষ ৩৭৭; ২৬. ঐক্য ৩৭৮; ২৭. রংলট ভরতি ৩৮১; ২৮. মৃত্যুর দুয়ারে ৩৮৫; ২৯. রাউলাট অ্যাক্ট ও আমার ধর্মসংকট ৩৮৮; ৩০. অদ্ভুত দৃশ্য ৩৯১; ৩১. স্মরণীয় সপ্তাহ-১ ৩৯৩; ৩২. স্মরণীয় সপ্তাহ-২ ৩৯৭; ৩৩. পর্বতপ্রমাণ ভুল ৩৯৯; ৩৪. 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ৪০১; ৩৫. পাঞ্জাবে ৪০৩; ৩৬. খিলাফতের বদলে গো-রক্ষা ৪০৫; ৩৭. অমৃতসর কংগ্রেস ৪০৯; ৩৮. কংগ্রেসে প্রবেশ ৪১২; ৩৯. খাদির জন্ম ৪১৩; ৪০. পেলাম ৪১৫; ৪১. শিক্ষণীয় কথোপকথন ৪১৭; ৪২. অসহযোগের প্রবাহ ৪১৯; ৪৩. নাগপুরে ৪২১; ৪৪. পূর্ণাহুতি ৪২২।

উদ্ভাসিত আত্মকথা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহাত্মা গান্ধির আত্মজীবনী। একজন মানুষের জীবন যত ঘটনায় আকীর্ণ হতে পারে তার সবটুকু এই একটি আত্মজীবনীগ্রন্থে তুলে আনা হয়েছে। যথাযথভাবে সব সত্য প্রকাশ করা দুঃসাহসিক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। কারণ, মানুষের জীবনে এমন বহু ঘটনা থাকে, যা নিতান্ত নিজের মধ্যে থেকে যায় আজীবন, প্রকাশ করা একেবারেই সুখকর নয়। গান্ধি ছিলেন এক বিরলপ্রজা মানুষ, যিনি আত্মকথায় জীবনের সব সত্য প্রকাশ করেছেন নিঃসংকোচে। পাঁচ অধ্যায়ে তিনি আত্মকথা শেষ করেছেন। এখানে রয়েছে তার জন্ম থেকে শুরু হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পাঁচটি পর্ব।

মহাত্মা গান্ধি চিরকাল নিপীড়িত, অসহায়, বঞ্চিত ও দুর্বল মানুষের কল্যাণে সংগ্রাম করেছেন। তার পুরো জীবনটাই একটা সাধনা বলা যায়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি মানুষের কাছে ‘মহাত্মা গান্ধি’। ‘বাপুজি’ নামে পরিচিত ছিলেন। শান্তিবাদি, অহিংস, নীতিবান, বর্ণবাদবিরোধী। গণতান্ত্রিক আদর্শে অটল এই মহান পুরুষ ছিলেন জনগণের আত্মার আত্মীয়। তার বাবা করমচাঁদ বা বাবা গান্ধি ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য; মা পুতলিবাঈ ছিলেন গৃহিণী। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর ভারতের গুজরাট রাজ্যের পোরবন্দর এলাকায় রক্ষণশীল এক হিন্দু পরিবারে মহাত্মা গান্ধির জন্ম।

ধর্মপরায়ণ মায়ের কঠোর অনুশাসনে তিনি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছেন। নিরামিশভোজি এই পরিবারে নানা শৃঙ্খলা ও সংস্কারের মধ্যে বেড়ে ওঠেন তিনি। এই পইরবারিক সংস্কার তার জীবনকে দিয়েছিল নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের দৃঢ়ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার বিয়ে হয় কস্তুরবাঈয়ের সঙ্গে। দেশে লেখাপড়া শেষে বিলেতে যান ব্যারিস্টারি পড়তে। সেখানে যাওয়ার সময় মায়ের আদেশ ছিল, মাংস ও মদ্যপান করা যাবে না। তিনি মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছিলেন।

গান্ধি ছিলেন নিরহংকার, বিনয়ী, নির্লোভ ও স্পষ্টবাদী। সরলতা, সততা, নিষ্ঠা ও তাগ ছিল তার জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য। এক ভক্তকে দেওয়া অটোগ্রাফে তিনি লিখেছিলেন—‘আমার জীবনই আমার বাণী।’

তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন গভীরভাবে। সব ধর্মের মধ্যে সত্যের আলোর অনুসন্ধান করেছেন। জাত-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত ও

কল্যাণমুখী একটি আদর্শ সমাজের কথা ভেবেছেন তিনি। তার জীবন জুড়ে ছিল বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ। জগতের মধ্যে নিজেকে। নিজের মধ্যে জগৎকে অনুভব-অদ্বৈত বেদান্তের এই দর্শন তিনি আজীবন লালন করেছেন, হয়ে উঠেছেন একজন মহাত্মা গান্ধি। ক্ষমতার একচেটে ব্যবহার, সংখ্যাগরিষ্ঠের দুঃশাসনে সংখ্যালঘুর স্বার্থহানি, আঞ্চলিকতাবাদ-এসবকে তিনি সবসময় ক্ষতিকর মনে করেছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে তার নিজস্ব প্রস্তাবনার নাম ছিল 'সর্বোদয়'। ভারতীয় রাষ্ট্রের জনক মহাত্মা গান্ধি সর্বোদয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের কল্যাণ সাধনের পথ খুঁজেছেন।

ভারতীয় জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিবাদ কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। ভয়কে জয় করা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যমুক্তি, সত্য ও শান্তির অন্বেষণ ছিল তার সহজ পথনির্দেশ। আধুনিক ভারতের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মা গান্ধিকে বলেছেন 'ভারতের আলোকবর্তিকা'। তার বিশ্বজনীন শান্তিবাদের প্রশংসা করেছেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, বেনিগনো একুইনো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু বিশ্বনেতা। ধর্মীয় সংস্কার বাদি মার্টিন লুথার কিং, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন মেন্ডেলা ছিলেন মহাত্মা গান্ধির ভক্ত। তার আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও। মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতিসংঘ প্রতিবছর 'অহিংসা দিবস' পালন করে। তিনি সহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনীতিতে পরিবর্তনের জন্য তিনি অনশন ও অসহযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় মুসলমানদের নিরাপত্তার দাবিতে তিনি অনশন করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিপক্ষে জনমত গড়তে তিনি ছুটে এসেছিলেন বাংলাদেশের নোয়াখালী অঞ্চলে। হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য করেছেন 'পদযাত্রা' কর্মসূচি।

মহাত্মা গান্ধির 'আত্মকথা'র প্রথম খণ্ডে উঠে এসেছে জন্ম, বংশ পরিচয়, ছেলেবেলা, বিয়ে, স্কুলজীবন প্রভৃতির বিবরণ। আরও রয়েছে চুরি ও তার প্রায়শ্চিত্ত, বাবার মৃত্যুর ঘটনা, ধর্ম, দর্শন, বিলেত গমনের উদ্যোগ, প্রবাসজীবন প্রভৃতি। এই খণ্ডের শেষে তার ব্যারিস্টার হওয়া, ভারত ফেরা। হাইস্কুলের চাকরি না পাওয়ার বিবরণ তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে সংসারজীবন শুরু, প্রথম আইন পেশায় মোকদ্দমাসহ নানা স্মৃতিকথা তুলে আনেন। প্রিটোরিয়া যাওয়ার বর্ণনা লিখেছেন নিখুঁতভাবে। লিখেছেন খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পরিচয়। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গ, কুলিবৃত্তি, ধর্মীয় উচ্ছাস প্রভৃতি। প্রবাস থেকে দেশে ফেরার বিবরণে শেষ করেছেন দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে তুফান, পরীক্ষা, শান্তি, শিশু-শিক্ষা, সেবা, ব্রাহ্মচর্য, সরল জীবনযাত্রা, লর্ড কার্জনের দরবার, দুর্ভিক্ষের সহায়তার জন্য চাঁদা তোলা, গোখলের সঙ্গে কাটানো সময়, ধর্ম সংকট প্রভৃতি।

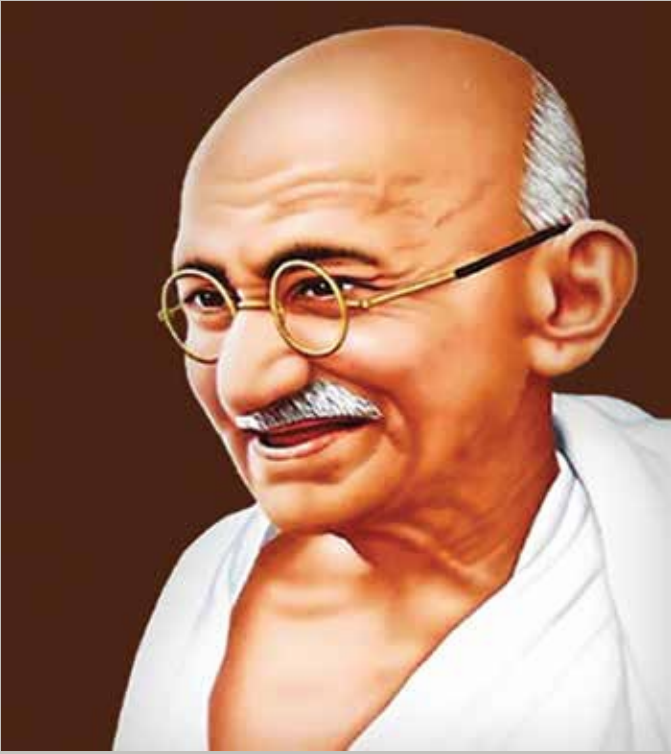
চতুর্থ খণ্ডে রেখেছেন জীবনযাপনের আত্মমূল্যায়ন। আত্মমূল্যায়নে সারাজীবনের প্রয়াসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, সফল নাকি ব্যর্থ তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। এশিয়ায় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমদানি, আত্মনিরীক্ষণের পরিণাম, নিরামিশ ভোজনের জন্য ত্যাগ, মাটি ও পানি প্রয়োগে চিকিৎসা, পুণ্যস্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত, ইংরেজদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, ভারতীয় জনমত, অস্পৃশ্যতা, শিশু-শিক্ষা, জুলু বিদ্রোহ, সত্যগ্রহের জন্ম, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস, ওকালতির স্মৃতি, মক্কেল, চালাকি প্রভৃতি নিয়ে তিনি লিখেছেন এই খণ্ডে।

পঞ্চম ও শেষ খণ্ডে তিনি তুলে এনেছেন শান্তিনিকেতন, পুনরায় গোখলের সঙ্গে দেখা, তৃতীয় শ্রেণির বিড়ম্বনা, লছমন বোলা, আশ্রম স্থাপনা, কষ্টিপাথরে পরীক্ষা, নীলের দাগ, অহিংস-সংহিসের মুখোমুখি প্রবেশ, শ্রমিকদের সংস্পর্শে আশ্রয়। খেড়া জেলায় সত্যগ্রহ, রাউলাট অ্যাক্ট ও ধর্ম সংকট, পর্বতপ্রমাণ ভুল, নবজীবন ও ইয়ং ইন্ডিয়া, খিলাফতের বদলে গোরক্ষা, খাদির জন্ম, অসহযোগের প্রবাহ ও পূর্ণাঙ্গীতি।

মহাত্মা গান্ধির আত্মজীবনী বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। যেকোনো শ্রেণির পাঠকের কাছে অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে উদ্ভাসিত হবে এই জীবনকাহিনি।

রহীম শাহ ও দেবশীষ দেব

ঢাকা, বাংলাদেশ



গান্ধিজি পরবর্তী বছরগুলোতে আরও অনেক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, যেমন ধর্মঘট, লবণ সত্যাগ্রহ, এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। তিনি সর্বদা অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই নীতিগুলো প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয়দের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশেষে গান্ধিজিসহ ভারতের অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর গান্ধি দেশের অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি নাথুরাম গডসের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এইভাবেই অবিরাম সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সত্য, অহিংসা ও স্বাধীনতার পথচলায় পথিকৃত হয়ে উঠেছিলেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি শুধু ভারতের মুক্তির সূর্য না, ছিলেন সারা বিশ্বের মানবতার আলোকবর্তিকা। আজও তার জীবনী আমাদের অশান্তিকর বিশ্বে শান্তি ও সহিষ্ণুতার বার্তা দেয়, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করার অনুপ্রেরণা জাগায়। চলুন, আমরা সকলেই গান্ধিজির আদর্শকে বুকে ধরে নতুন এক মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আবদ্ধ হই।